যোগেনদা

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন ১০ বা ১১ শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৯০ বা ৯১ হবে। কাগজপত্রে, নানা পত্রিকায় যোগেন চৌধুরী নামটা তখন বহুবার দেখা হয়ে গেছে। ঠিক সে সময় একবার Illustrated Weekly বলে কচুপাতার মতো ঢাউস একটা পত্রিকায় যোগেন চৌধুরীর দু-পাতা জোড়া একটা ছবি দেখেছিলাম। লম্বা, সোজা, কোনও রাস্তার লাগোয়া নীচু এক পাঁচিলের গা ঘেঁষে বসে আছেন যোগেন চৌধুরী। সেটাই আমার প্রথম দেখা যোগেন চৌধুরীর ছবি। প্রায় একই সময় শান্তিনিকেতন শীশুতীর্থ প্রকাশিত একটা গানের ক্যাসেটের প্রচ্ছদে একটা সহজ ও সাধারণ সাদাকালো ফুলের ছবি আমাকে অসম্ভব আকর্ষণ করত। সেটাই আমার প্রথম দেখা যোগেন চৌধুরীর আঁকা ছবি । যোগেন চৌধুরী যে ভারতবর্ষের বিখ্যাত শিল্পীদের অন্যতম সেটাও জেনেছিলাম। অবাক হয়েছিলাম, যখন শুনলাম যোগেন চৌধুরী কিছুদিন হলো শান্তিনিকেতনের বাসীন্দা, কলাভবনের অধ্যাপক হিসেবে।

আমার ছড়া লেখার অভ্যেস ছিল। তখন একটা বইও আমার বাবা-মা ছেপে দিয়েছেন। বিশ পঁচিশটা লিমেরিক লিখে একবার আমার মনে হল বইটায় যোগেন চৌধুরীর ছবি দরকার। খুব সাধারণভাবে কথাটা দু-চারজনকে বলতেই আমার স্পর্ধায় তাঁরা বিস্মিত হলেন। শুধু ইস্কুলে আমার বন্ধু অতনু বলল, আমাদের বাড়িতে তুই যার কথা বলছিস, তার একটা বড় আঁকা ছবি আছে। ছবির নীচে লেখা আছে 'যো'।

এরপর অতনু একদিন ওর বাবাকে রাস্তায় মোটর সাইকেল থামিয়ে আমার সেই ইচ্ছের কথা বোঝালো। অতনুর বাবা বললেন, যোগেন চৌধুরীকে যিনি আরও ভালো জানেন সেই সুবোধ মিত্রের কাছে বরং তোমাকে নিয়ে যাব।

এরপর একদিন, আমার ছড়ার বই আকুম বাকুম নিয়ে সুবোধ মিত্রের বাড়ি গেলাম। ঘর ভর্তি লোক। মনে হল কোনও গুরুতর আলোচনা চলছিল। সুবোধ মিত্র গম্ভীরভাবে উল্টেপাল্টে আমার খাতাটা দেখলেন, তারপর বললেন, একটু পরেই তোমাকে যোগেনদার কাছে নিয়ে যাব।

সারা গালে চাপ দাড়ি, উস্‌কো খুসকো চুল, ঘোলাটে দুই চোখ, মাথায় কানে মাফ্‌লার জড়িয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বিকট আওয়াজ একটা মোটর সাইকেলে বসিয়ে আমাকে যোগেনদার বাড়ি নিয়ে গেলেন সুবোধ কাকু। রাস্তায় বলেছিলাম, শুধু প্রচ্ছদটা আর সঙ্গে দু-একটা ছবি যোগেনদা এঁকে দিলেই চলবে। সুবোধকাকু সেইমতো যোগেনদাকে আমার আবদার পেশ করলেন। যোগেনদা উল্টে পাল্টে দেখে ছড়াগুলোর খুব প্রশংসা করলেন, আর কিছুদন পর খোঁজ নিতে বললেন। আমি খুব খুশি হয়ে অপেক্ষায় রইলাম।

দোকানে বাজারে, পথে ঘাটে, উৎসব অনুষ্ঠানে দেখা হলেই যোগেনদাকে জিজ্ঞেস করতাম ছবিগুলোর কথা। যোগেনদা প্রতিবারই খুব সুন্দরভাবে বলতেন এখনও হাত দিয়ে উঠতে পারিনি, এবার করে দেব। এত ঘন ঘন উত্যক্ত করা ঠিক নয় ভেবে মাস তিন চার অপেক্ষা করলাম। হয়ত আরও কিছুদিন দেখতাম। একদিন কাগজে কাগজে ছয়লাপ করে এক খবর ছাপা হলো, ভূটান না কোথায় কোনও এক সন্ন্যাসী বলেছেন খুব কাছেই কোন এক তারিখে পৃথিবী নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে।

সেই দিন, সকাল সাড়ে নটায়, সাহস করে যোগেনদার বাড়ি গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লাম। যোগেনদা বসতে বলে উঠে গেলেন, একটা খাম নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন ছড়াগুলো মজার তাই সবগুলোর সঙ্গেই একটা করে এঁকে দিলাম। ২৫টা ছবি পেয়ে ড্যাং ড্যাং করে বাড়ি ফিরে এলাম। যোগেনদা বললেন, গাঢ় খয়েরীতে ছবি আর কালোয় ছড়া ছাপলে মানাবে। ছবিগুলো ব্যবহারের পর নিজে রেখে দেবে।

যোগেনদার এঁকে দেওয়া ছবির নানা মাপের ফোটোকপি করে, পছন্দসই লে-আউট সাজিয়ে, আমি স্থানীয় কয়েকজন

বুদ্ধিজীবী(?) কে দেখালাম। ধানাই পানাই আর হয়রানি দেখে একদিন বই আর ছবি নিয়ে নিজেই কলকাতা গেলাম। তখনও রাস্তাঘট কিছুই চিন না। যোগেনদার ছবি দিয়ে বই প্রকাশ করেছেন, কলকাতার এমন এক প্রকাশকের অফিসে গিয়ে১. মালিক, ২. এক বিশিষ্ট লেখক, ৩. সেই বিশিষ্ট লেখকের শিষ্য—আর এক লেখকের সঙ্গে দেখা করলাম। মালিক ও বিশিষ্ট লোকটি বেশ ভদ্র ব্যবহার করলেন। অন্য লেখকটি বললেন, এই বত্রিশ পৃষ্ঠায় বই হয় না, ইয়ে হয়। ইয়েটা কি, সেটা আর জানা হয়নি। বিশিষ্ট লেখকটির মন্তব্যের জন্য এবার তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বইটা ছাপাতে রাজী হলেন ও খুব সহজ একটা উপদেশ দিলেন। বললেন, যোগেনকে বলো আরও পঁচিশটা ছবি এঁকে দিতে, আর তার সঙ্গে আরও পঁচিশটা ছড়া লিখে নিয়ে এসো। আমি—আচ্ছা—বলে বেরিয়ে এসে গণেশ অ্যাভিনিউএ বুকফ্রন্ট পাবলিকেশন ফোরামের সলিল মজুমদারের কাছে গেলাম। ভাবলাম এখানে না হলে যোগেনদার ছবি যোগেনদাকে দিয়ে দেব, ছড়াগুলো যেমন ছিল থাকবে। সেই বুক ফ্রন্ট থেকে যোগেনদার ছবি আর আমার ছড়ার বই 'আকুম বাকুম' বেশ যত্নে প্রকাশিত হলো।

'একযুগ' — ধারণাটা ছোটবেলায় অনেক বড় মনে হত। ভাবছিলাম, যোগেনদার সঙ্গে আমার পরিচয় আর যোগাযোগ সেই একযুগ অতিক্রম করেছে। বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর বিদেশে কিছুকাল পড়াশোনা, চাকরী, পদত্যাগ, আমার এই সব নানা বিষয়ে যোগেনদার সঙ্গে এক যুগ ধরে তারপর কত আলোচনা হয়েছে। কারণে অকারণে শুধু ছবি আঁকিয়ে নেবার উপদ্রবই নয়, আমি আর আমার প্রিয়বন্ধুদের অন্যতম বিক্রম সিংহ কারণে অকারণে যোগেনদার উপর যে ধরণের উপদ্রব চালিয়ে এসেছি, তা শুধু যোগেনদাই জানেন।

উদার এক বিশ্বজনীন মানবতা বোধ, আশ্চর্য এক ধনাত্বক মনন সর্বদাই যোগেনদার শিল্পে, সাহিত্যে আর অন্তরঙ্গ মেলামেশায়। কত পরিচিত অপরিচিতদের পাশে নিঃশর্তে, নিঃশব্দে, সময়ে অসময়ে এসে দাঁড়িয়েছেন যোগেনদা।

দিন কয়েক আগে তৈরী হয়েছে যোগেনদা আর আমার শিল্প-সংস্কৃতি সংস্থা এলাকা, যাকে ইংরেজিতে আমরা বলেছি Space for Arts and Culture ।

একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। যোগেনদার সঙ্গে, এই সেদিন, বোলপুরের গীতাঞ্জলিতে একটা জার্মান সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। দুজনেই শান্তিনিকেতনের film club বীক্ষণের সদস্য। যোগেনদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা বেহাল রিক্সায় চড়ে যোগেনদাকে বললাম, একবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রিক্সায় চড়ে গীতাঞ্জলিতে 'লগন' দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর আপনার সঙ্গে। দুই বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে রিক্সায় চড়লাম। যোগেনদা মজা করেবললেন, তুমিও তো বিখ্যাত। দুই বিখ্যাত লোক একটা রিক্সায় যাচ্ছে।

তৃতীয় মানুষটি আকণ্ঠ পান করে যে গতিতে তাঁর গাড়ি চালাচ্ছিলেন, সিনেমা শুরুর আগে আমাদের পৌঁছানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। যোগেনদাকে বললাম, দুই বিখ্যাত লোক আর এক বিখ্যাত লোকের রিক্সায়। যোগেনদার নির্মল অট্টহাস্য সন্ধ্যার আলতো আলোয় শান্তিনিকেতন আশ্রমের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেল।